দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষকের জন্য বিক্ষোভ

ডোমার থানার বাসুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বহুদিন ধরে চলছে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও নাকি ফল পাওয়া যায়নি। উপায়ান্তর না পেয়ে গত ১৪ই মে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের দাবিতে ডোমার থানা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় থানা সদরে নীলফামারীর জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন। মিছিলকারীরা তার কাছেও একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। তার চেয়ে আর কোন 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নাগালের একেবারেই বাইরে।

শিক্ষকের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলটিতে 'চার শতাধিক' ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল বলে পত্রান্তরে খবর দেয়া হয়েছে। তা থেকে আন্দাজ করা কঠিন নয় যে, বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা নেহায়েত কম নয় সেই বিদ্যালয়টি দু'জন শিক্ষক দিয়ে চলছে। অথচ 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ' ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার বৈকি! ডোমার থানা দেশের উত্তর সীমান্তের একটি থানা হলেও জেলা সদর নীলফামারী থেকে বেশি দূরে নয়। সমস্যাটি বোধহয় মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধ ও অগ্রাধিকারের বিবেচনার মধ্যে।

সাধারণত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার-পাঁচজন শিক্ষক এবং একজন প্রধান শিক্ষক কর্মরত থাকেন। সেখানে মাত্র দু'জন শিক্ষক থাকলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কি অবস্থা হয় অনুমান করতে কারো কষ্ট হবে না। দেশের প্রতিটি থানার প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে চলছে, তা দেখার জন্য একজন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা আছেন। তারা প্রতি মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিমাসে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে একবার মিটিং করবেন বলে কথা আছে। অতএব বাসুনিয়া বিদ্যালয়টির পরিস্থিতি সবারই জানা থাকার কথা; কিন্তু তারপরও কোন প্রতিকার হয়নি। শিক্ষকদের দাবিতে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মিছিল করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত ডোমার থানার ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ১০ জন প্রধান শিক্ষক ও ২৯ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য।

ডোমার থানার মতো দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি, অনুমোদিত পদগুলোতে নিয়োগ দেয়াতেও গাফলতি করা হয়েছে। শূন্য পদগুলোতে নিয়োগদানের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, বদলি ও পোস্টিংয়ে যে বিপুল পরিমাণ টাকার খেলা থাকে তা আর কেউ অস্বীকার করেন না। দুর্নীতির খপ্পরে পড়ে শিক্ষার পরিবেশই শুধু দূষিত হচ্ছে না, গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ঠকে যাচ্ছে। ডোমার থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তার ছোট্ট একটা উদাহরণ মাত্র।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে তার প্রতিফলন থাকে। আগামী বাজেটেও হয়ত থাকবে; কিন্তু তাতে কি প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ছে? কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ঘাটতি থাকলে ঠিকমত শিক্ষাদান হবে কি করে? এ সবের জন্য সবার আগে জবাবদিহি করতে হবে স্থানীয় এবং পরিদর্শী শিক্ষা কর্মকর্তাদের। প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ যে দূষিত হচ্ছে তার জন্য অনেকাংশে তারাই দায়ী।